ভোরের কাগজ

22/9/2000

তারিখ ....
পৃষ্ঠা 9 ...... কলাম 7

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ও আমার কিছু যুক্তিসঙ্গত কথা

এশিয়ান ইউভার্সিটি বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। দেশে এই প্রথম দূরশিক্ষণ ও ক্যাম্পাস পদ্ধতিতে লেখাপড়া এক ও অভিন্ন সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত হয়েছে। আজ প্রায় ৫টি বছর পূর্ণ হতে চলেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স, বেশ সুনামের সঙ্গে। আর এই সুনামকে ক্ষুণ্ন করে ক্যাম্পাস প্রোগ্রামের উচ্চাভিলাষী ছাত্রছাত্রীরা উঠে-পড়ে লেগেছে সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্ট আলাদা করার জন্য। তাদের যুক্তি তারা বেশি টাকা দেয় ও বেশি ক্লাস করে। আর দূরশিক্ষণের ছাত্রছাত্রীরা গরিব, টাকা কম দেয়। ক্লাস করে না। মিডটার্ম, কুইজ, পরীক্ষা দেয় না এসাইন্টমেন্ট জমা দেয় না ইত্যাদি।

এ ভিত্তিহীন বা অমূলক অভিযোগটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রয়াস মাত্র। তাই প্রত্যুত্তরে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে যুক্তি দেখাতে চাই।

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসপেক্টাসে কোথাও উল্লেখ নেই ক্যাম্পাস প্রোগ্রামের ও দূরশিক্ষণ প্রোগ্রামের জন্য আলাদা সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান করা হবে। এবং ভিসি মহোদয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক ও অভিন্ন সার্টিফিকেট প্রদান করবেন বলে বলেছিলেন। কেননা একই ফ্যাকাল্টি, একই বই, একই কোর্সে আলাদা সার্টিফিকেট প্রদান অসঙ্গত।

২. দূরশিক্ষণের ছাত্রছাত্রীরা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, ব্যাংক বীমা, সরকারি-বেসরকারি এমনকি বিদেশী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেও নিজের টাকা দিয়েই লেখাপড়া চালায়।

৩. দূরশিক্ষণের ছাত্রছাত্রীরা সপ্তাহে দুদিন ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকে। মিডটার্ম, কুইজ ক্লাস টেস্ট, সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিটি কোর্সের জন্য টার্ম পেপার এসাইনমেন্ট জমা দেয়।

৪. দূরশিক্ষণের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত ভদ্র। কাউকে উস্কানিমূলক কথা বলে না।

সার্টিফিকেট আলাদা নয় কিংবা ট্রান্সক্রিপ্ট আলাদা নয়। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে আসুন কে ভালো ছাত্র, কে খারাপ, কে ক্লাস করে, কে করে না। তখনই প্রমাণিত হবে। ক্যাম্পাস প্রোগ্রামের ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করার পাঁয়তারা মাত্র। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল ছাত্রছাত্রীই ক্ষতি।

অর্পণ মৈত্রা
বিবিএ প্রোগ্রাম
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ
উত্তরা, ঢাকা।